দৈনিক ইত্তেফাক

20 FEB 2003

শিক্ষা খাতের দুর্নীতি দূর করতে পারলে বিশ্ব ব্যাংক সহায়তা দেবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ শিক্ষাখাতের দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করতে পারলে বিশ্বব্যাংক দেশের (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা খাতের দুর্নীতি

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষার মান উন্নয়নে চলতি বছরে ১৫ কোটি ডলার ঋণ দেবে। বিশ্বব্যাংকের আবাসিক মিশন প্রধান ফ্রেডারিক টি টেম্পল গতকাল বুধবার অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিক্ষাখাতে দুর্নীতি দমনে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দিয়েছে। গতকাল অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহিদুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বিশ্বব্যাংক মিশন প্রধান শিক্ষাখাতে বাংলাদেশকে ১৫ কোটি ডলার সহায়তা দেয়ার আগ্রহের কথা জানায়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে বিশ্বব্যাংক আগামী এপ্রিলের মধ্যে দুর্নীতি দমনকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে বৈঠকে শিক্ষাসচিব শিক্ষাখাতের দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি জানান, দেশে বিশেষ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। এছাড়া দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার গভর্নিং বডিকে পুনর্গঠন ও সংস্কার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক নেই। থাকলেও ভাল শিক্ষক নেই বা তারা ক্লাস করায় না। এ অবস্থায় ঋণ পেতে হলে অবশ্যই শিক্ষাখাতের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাগুলো দূর করতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের ফ্রেডারিক টি টেম্পল বলেছেন, সরকার সঠিক পথে আগালে চলতি বছরেই বিশ্বব্যাংক শিক্ষাখাতে বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান করবে।

বিটিএমএ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

এম এ আউয়ালের নেতৃত্বে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ গতকাল অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় বস্ত্র খাতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। বিটিএমএ নেতৃবৃন্দ এ সময় নগদ সহায়তা সুবিধার বিভিন্ন অপব্যবহারের কথা উল্লেখ করে বিকল্প বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের আহ্বান জানায়। নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বিকল্প হিসেবে সরকার তাদের ৫ শতাংশ সুদে ব্যাংক ঋণ, বিনা শুল্কে যন্ত্রপাতি আমদানী ও বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি বিলে ২৫ শতাংশ রিবেট দিতে পারে। অর্থমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।